পাপ-সমস্যার সমাধান

(Solution to Sin-Problem)

আদিপুস্তক ৩৪ অধ্যায় ১৩-৩১ পদ

গত সপ্তাহে আমরা যাকোবকে ঈশ্বরের প্রতি আংশিক বাধ্যতা প্রদর্শন করতে দেখেছি। বেথেলে ফিরে গিয়ে ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণের পরিবর্তে যাকোব শিখিমে বসবাস করেছে এবং এক যজ্ঞবেদি নির্মাণ করে তার নাম এল-ইলোহে-ইস্রায়েল রেখেছে (৩৩:২০)। ঈশ্বর কখনও এমন আংশিক বাধ্যতায় সন্তুষ্ট হন না, আর তাই যাকোবকে এই কাজের মাশুল দিতে হয়েছে। যাকোবের মেয়ে দীণা যখন সেই দেশের কন্যাদের সঙ্গে দেখা করতে গেছে, তখন সেই দেশের রাজা হমোরের পুত্র শিখিম প্রথমে তার উপর বলাৎকার চালিয়েছে এবং পরে তাকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চেয়েছে। তখন শিখিমের পিতা হমোর যাকোব ও তার পুত্রদের কাছে এসে কেবল দীণা ও শিখিমের মধ্যে বিবাহ নয়, কিন্তু ইস্রায়েলীয় ও শিখিমীয়দের মধ্যে বিবাহের মাধ্যমে কুটুম্বতার প্রস্তাব দিয়েছে (৩:৪:৯-১২)। হমোরের এই প্রস্তাবের প্রতি যাকোবের পুত্ররা কী উত্তর দিয়েছিল ও কেমন ব্যবহার করেছিল, তা আজ আমরা দেখতে চলেছি।

ক। প্রতারণাপূর্ণ কৌশল:

হমোর যখন নিজে এসে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চেয়েছিল, তখন যাকোব ও তার পুত্ররা তাকে সদাপ্রভু ঈশ্বরের কথা বলতে পারত ও তাকে সেই ঈশ্বরের উপাসনা করতে আহ্বান জানাতে পারত; কিন্তু তারা তা করেনি। একথা সত্য যে, ঈশ্বরের প্রজারা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে ইচ্ছেমতো বিবাহ করতে পারে না; কিন্তু রাহাব বা রূতের মতো, তাদের পুরাতন দেব-দেবীদের প্রতি তাদের আনুগত্য ত্যাগ করে সদাপ্রভু ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে ঈশ্বরের প্রজাদের অংশ হবার জন্য দরজা অবিশ্বাসীদের জন্য সর্বদাই খোলা ছিল ও এখনও খোলা আছে।

এইভাবে যাকোব ও তার পুত্ররা যদিও অন্য জাতির প্রতি আশীর্বাদস্বরূপ হবার সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু তারা সেই সুযোগ ব্যবহারের পরিবর্তে খুবই লজ্জাজনক কৌশল গ্রহণ করল। যাকোবের পুত্ররা যাকোবের কাছ থেকে যে প্রতারণার প্রশিক্ষণ পেয়েছে, তাকে কি তারা অস্বীকার করতে পারে? সন্তানেরা তাদের পিতামাতার পাপেরই অনুশীলন করে থাকে, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বর্ধিত মাত্রায়। আদম নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছিল, কিন্তু তার পরবর্তী প্রজন্মে কয়িন তার ভাইকে হত্যা করেছিল, এবং সপ্তম প্রজন্মে লেমক হত্যালীলার প্রশংসা গান করেছিল (৪:২৩-২৪)। যাকোব যেমন তার দাদার জ্যেষ্ঠাধিকার চুরি করতে তার পিতার সঙ্গে প্রতারণা করেছিল (২৭:৩৫), ঠিক তেমনই এখানে আমরা যাকোবের ছেলেদের দেখতে পাচ্ছি, তারা শিখিমের অধিবাসীদের হত্যা করার জন্য হমোরের সঙ্গে প্রতারণা করছে (৩৪:১৪)। পাপের এই পথ অনুশীলন করে পরবর্তীকালে তারা তাদের ভাই যোষেফকে দাস হিসাবে বিক্রি করবে; যাদিও আরও মারাত্মক পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করতে পারত। সত্য হল, আমরা বাতাস বপন করি, আর আমাদের সন্তানরা ঘুর্ণিঝড় সংগ্রহ করে। আমরা আমাদের সন্তানদের কী কী পাপে হাতেখড়ি দিচ্ছি, তা কি একবারও আমরা চিন্তা করে দেখেছি? আমাদের মনে রাখতে হবে, তা তাদের জীবনে বর্ধিত আকার নেবে।

যাকোবের পুত্ররা **ধর্মের দোহাই দিয়ে** তাদের প্রতারণাপূর্ণ কৌশলকে হমোরের সামনে উপস্থিত করেছে। যাকোব যদিও আংশিক বাধ্যতার ধর্মীয় আচরণ করেছে (বেথেলের পরিবর্তে শিখিমে ঈশ্বরের যজ্ঞবেদি নির্মাণ); তার পুত্ররা কিন্তু তাকে ছাপিয়ে গিয়ে, তাদের শত্রুদের বিনাশ করতে তাদের ধর্মীয় আচরণকে ব্যবহার করেছে। কেবল এখানে নয়, কিন্তু অতীতে এবং বর্তমানে একইভাবে ধর্মের দোহাই দিয়ে হিংসা ও পাপকে প্রস্রয় দেওয়া হয়েছে। ধর্মের নামে অনেক যুদ্ধ ও হত্যালীলা চালানো হয়েছে ও এখনও হচ্ছে। খ্রীস্টধর্মও ব্যতিক্রম নয় (একাধিক ক্রুশেডের যুদ্ধযাত্রা হয়েছে)। যাকোবের পুত্ররা হমোরকে প্রথমে যে কথা বলেছিল, তা ছিল হমোরের প্রস্তাবের প্রতি যথার্থ উত্তর, ***"অচ্ছিন্নত্বক লোককে যে আমাদের ভগিনী দিই, এমন কাজ আমরা করতে পারি না;***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করলে আমাদের দুর্নাম হবে'' (৩৪:১৪)। তাদের কথা এতদূর পর্যন্ত সত্য ছিল: কারণ চুক্তির গোষ্ঠির বাইরে বিবাহ-বন্ধন যথার্থ ছিল না। এখন, সদাপ্রভু ঈশ্বরকে জেনে ও বিশ্বাস করে হমোরের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন যদিও যাকোবের ছেলেরা আশা করতে পারত, কিন্তু তা না করে; তারা হমোরকে বাহ্যিক পরিবর্তনের আর্জি জানালো। তারা হমোরকে যে কাজটি করতে বলল, তা হল, শিখিমীয় প্রত্যেক পুরুষের প্রতি ত্বকচ্ছেদের মাধ্যমে যেন চুক্তির চিহ্ন প্রয়োগ করা হয়।

দীণার প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে শিখিম কোনও প্রশ্ন না করেই রাজি হয়ে গেল (৩৪:১৯)। নগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করতে শিখিম তার পিতাকে সঙ্গে নিয়ে নগরদ্বারে উপস্থিত হল (৩:১৯-২৩)। তারা তাদের কাছে অর্থনৈতিক লাভের কথা বলে ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার পক্ষে সওয়াল করল। তাদের কথার মধ্যে সামান্য ধর্মীয় গন্ধ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। ত্বকচ্ছেদকে ধর্মীয় আচরণ হিসাবে নয়, কিন্তু ইস্রায়েলীয়দের অদ্ভুৎ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে তারা তাদের কাছে তুলে ধরল (৩৪:২২)। তাদের যুক্তি হল, এই সামান্য আনুষ্ঠানিক কাজটি সম্পন্ন হলেই দুই জাতির মধ্যে মিলন সম্ভব (২২ পদ)।

অর্থাৎ, ইস্রায়েলীয় ও শিখিমীয়দের মধ্যে কেউই ঈশ্বর ও ইস্রায়েলের মধ্যে চুক্তির সেই মহামূল্যবান চিহ্ন ত্বকচ্ছেদকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেনি। অবিশ্বাসী শিখিমীয়রা তা করতেই পারে, কিন্তু যাকোব ও তার পুত্রদের কাছ থেকে এমন আচরণ সত্যিই খুব দুঃখজনক। দুঃখের বিষয় হল, তারা একবারের জন্যও শিখিমীয়দের কাছে তাদের সদাপ্রভু ঈশ্বরে বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়নি, যার দ্বারা তারা সঠিক অর্থে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়ে চুক্তির গোষ্টির মধ্যে প্রবেশ করতে পারত। পরিবর্তে, তারা শিখিমীয়দের হত্য করার কৌশল হিসাবে তাদের প্রতি ত্বকচ্ছেদকে ব্যবহার করতে চলেছে। ইস্রায়েলকে অন্য সমস্ত জাতি থেকে পৃথক চিহ্নিত করতে ঈশ্বর তাদের ত্বকচ্ছেদের চিহ্ন দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা সেই ত্বকচ্ছেদকে ব্যবহার করে কনানীয়দের সঙ্গে একজাতি হতে ইচ্ছে করেছে। বিশ্বাস দ্বারা নয়, কিন্তু সামান্য ধর্মীয় আচরণের দ্বারা, তারা কনানীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চাইছে।

আজকের দিনের মণ্ডলীতেও আমরা একই বিপদ দেখতে পাই। অনেক সময় আমরা অন্বেষীদের মণ্ডলীতে আনতে এত আগ্রহ দেখাই যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান হবার ন্যূনতম শর্তকে পর্যন্ত দূরে সরিয়ে রাখি। নতুন যারা মণ্ডলীতে আসছে, তাদের অসন্তুষ্ট না করতে, যে কোনও ব্যক্তিকে প্রভুর ভোজে অংশ নিতে দিই। অনেক মণ্ডলীতে প্রভুর ভোজকে প্রসাদ বিতরণের ন্যায় কাজ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়। ফলস্বরূপ, চুক্তির গোষ্ঠির মধ্যের ও বাইরের লোকদের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না। বাধ্য হয়ে, আমরা শিষ্যত্বের প্রশিক্ষণের কথা বলি। কিন্তু তার দ্বারা আমরা বিশ্বাসীদেরকে দুই দলে বিভক্ত করি: একদল হল সাধারণ বিশ্বাসী, আর অন্য দল হল শিষ্য। কিন্তু বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত খ্রীস্টবিশ্বাসীকেই শিষ্য হতে হবে।

২৫-২৬ পদে বলা হয়েছে, *''পরে তৃতীয় দিবসে তারা পীড়িত হলে, দীণার সহোদর শিমিয়ন ও লেবি, যাকোবের এই দুই পুত্র নিজের নিজের খড়্গ গ্রহণ করে নির্ভয়ে নগর আক্রমণ করে সমস্ত পুরুষকে বধ করল। আর হমোর ও তার পুত্র শিখিমকে ধড়্গাঘাতে বধ করে শিখিমের বাড়ি থেকে দীণাকে নিয়ে ফিরে আসল।''* যাকোবের অন্য পুত্ররা যদিও এই হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয়নি, কিন্তু তারা নগর লুট করার কাজে অংশ নিল, তাদের নগর ও ক্ষেতের সমস্ত দ্রব্য তারা চুরি করল (২৭-২৯)। তাদের ভগিনী দীনার প্রতি শিখিমের আচরণকে তারা অনৈতিক জ্ঞান করেছে, কিন্তু হত্যালীলা ও লুট করার মধ্যে তারা কোনও অনৈতিকতা দেখতে পায়নি। এক মহিলাকে গ্রহণ করার পাপের প্রতিশোধে ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। এর থেকে পরিষ্কার যে, ইস্রায়েলীয়রা কনানের অধিবাসীদের থেকে নৈতিক মূল্যায়নে কখনও উচুতে ছিল না।

খ। যাকোবের প্রতিক্রিয়া:

সমগ্র অধ্যায়ে আমরা যাকোবকে নীরব থাকতে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

দেখি। অবশ্য, পুত্রদের এমন আচরণ দেখে, ৩০ পদে যাকোবের প্রতিক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, *"তোমরা এই দেশনিবাসী কনানীয় ও পরিষীয়দের কাছে আমাকে দুর্গন্ধস্বরূপ করে ব্যাকুল করেছ; আমার লোক অল্প, তারা আমার বিরুদ্ধে এক হয়ে আঘাত করবে, আর আমি সপরিবারে বিনষ্ট হব।"* যাকোব তার পুত্রদের অনৈতিক কাজের সমালোচনা বা নিন্দা করেনি। পরিবর্তে, তাদের সেই কাজের ফলস্বরূপ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে যাকোব নিজের ভয়ের কথা বলেছে। তাদের কাজকে পবিত্র ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ হিসাবে নয়, কিন্তু আগামী বিপদের কারণ হিসাবে সে দেখেছে। তখন তার পুত্ররা নৈতিক আচরণের কথা বলেছে, *"যেমন বেশ্যার সঙ্গে, তেমনই আমাদের বোনের সঙ্গে ব্যবহার করা কি তার উচিৎ ছিল?"* (৩১ পদ)। যাকোব তাদের এই কথার উত্তর দিতে পারেনি, নীরব থেকেছে; যার অর্থ, যাকোব তাদের কাজ্যের ন্যায্যতা মেনে নিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল তাদেরকে কে ঈশ্বরের হয়ে বিচার করার অধিকার দিয়েছে? তাদের চিন্তায় যে ন্যায়বিচার তারা চালিয়েছে, তা যদি এষৌ যাকোবের প্রতি চালাত (যাকোবও হমোরের মতো দাদার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়তে এগিয়ে গেছিল), তাহলে আজ তারা কোথায় থাকত? অর্থাৎ, যাকোব তার পুত্রদের সঠিক পরিচালনা দানে ব্যর্থ হয়েছে।

যাকোবের জীবনে এই উত্থান ও পতন, সাফল্য ও বিফলতা একসঙ্গে কাজ করেছে। ইস্রায়েল হিসাবে সে ঈশ্বর এবং মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হয়েছে; আবার পরবর্তী মুহূর্তে, যাকোব হিসাবে পাশবিকতার সঙ্গে আপোষ করতেও দ্বিধা করেনি। কিন্তু বাস্তব হল, আমরাও যাকোবের ন্যায় একই পথের পথিক। আমরাও পাপী ও ধার্মিক এই দুই বৈশিষ্ট্যের মাঝামাঝি অবস্থান করে চলেছি। আমরা হয়ত যাকোবের পরিবেশকে দোষ দিতে পারি, প্রতারণা ও মুখাপেক্ষার যে পরিবারে যাকোব মানুষ হয়েছিল। কিংবা আমরা তার বংশগত উত্তরাধিকার সূত্রে আদম-হবা থেকে পাওয়া পাপকে নির্দেশ করতে পারি। তথাপি সুসংবাদ হল, ঈশ্বর কিন্তু যাকোবকে ছেড়ে দেননি। যাকোবের এত ব্যর্থতা সত্ত্বেও ঈশ্বর কিন্তু তাকে পরিত্যাগ করেননি। পরিবর্তে, ৩৫:১ পদে আমরা দেখতে পাই, ঈশ্বর পুনরায় যাকোবকে দেখা দিয়েছেন এবং যাকোবকে বেথেলের পথে পরিচালনা দিয়েছেন। সেই বেথেলে যাকোব তার দিব্য পূর্ণ করে ঈশ্বরের বেদি নির্মাণ করে বলি উৎসর্গ করতে চলেছে।

গ। পাপ-সমস্যার সমাধান:

৩৪ অধ্যায় একটি প্রশ্ন দিয়ে শেষ হয়েছে, *"যেমন বেশ্যার সঙ্গে, তেমনই আমাদের বোনের সঙ্গে ব্যবহার করা কি তার উচিৎ ছিল?"* অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তর এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়নি। যে পাপ তাদের বোনের প্রতি করা হয়েছে, তার সমাধান কী? যাকোব ও তার পুত্ররা কি সঠিক সমাধান দিতে পেরেছে? যাকোবের ছেলেরা এই সমস্যার সমাধান হিসাবে হত্যালীলা ও লুট চালিয়েছে; একজন রাজপুত্রের কারণে সমস্ত প্রজার মৃত্যু আনয়ন করেছে। যখন কোনও পাপ সাধিত হয়, এটাই হল মানুষের সাধারণ প্রতিক্রিয়া এবং এর মধ্যে আমরা কিছু ন্যায় দেখতে পাই। রাজনৈতিক **রক্ষণশীলরা** অপরাধকে শক্ত হাতে দমাতে চায়। কিন্তু সমস্যা হল, এর দ্বারা আমরা কোনও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি বা সমাধান পেতে পারি না। কারণ, এর দ্বারা আমরা পাপকে নয়, কেবল পাপীকে দূর করতে পারি।

যাকোবের পুত্ররা যখন এমন কড়া মনোভাবের প্রকাশ রেখেছে, তখন যাকোবের আচরণে আমরা যথেষ্ট নমনীয়তা দেখতে পাই। যাকোব এই পাপ বা অপরাধকে এড়িয়ে যেতে ইচ্ছুক, কারণ তা মুকাবিলা করতে গিয়ে তার জীবনে নেতিবাচক পরিণাম আসতে পারে। রাজনৈতিক **প্রগতীশীল** বা **উদারপন্থীরা** এই পদ্ধতিকে সমর্থন করে। তারা পাপীর গায়ে হাত দিতে চায় না, তারা সেই পাপীর সেই পাপ কাজের জন্য তার পরিবেশকেই দায়ী করে থাকে।

বাস্তব হল, **রক্ষণশীলদের শক্তহাতে দমননীতি** বা **উদারপন্থীদের নমনীয়তা** কেউই প্রকৃত অর্থে আমাদের পাপ-সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে পারে না। যখন দমননীতি পাপীর বিনাশ সাধন করে, তখন নমনীয়তা পাপকে খুব হালকা ভাবে নেয়। দীণার ভাইরা শিখিমের প্রতি যে কাজ করেছে, তা কেবল

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পাপীর বিনাশ সাধন করেছে, তার পরিত্রাণ করতে পারেনি। এই পদ্ধতিতে, যে ইস্রায়েলকে কলুষিত করেছিল, তাকে ধ্বংস করা হয়েছে, কিন্তু কাউকে পরিশুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। আবার, যাকোবের পদ্ধতিও কোনও অর্থে অধিক শ্রেয় নয়।

তাহলে, পাপ-সমস্যার সমাধানে কি কোনও সঠিক পথ নেই? এমন পথ, যা একদিকে, পাপের গুরুত্বকে স্বীকার করবে, এবং অন্যদিকে, পাপীকে তার পাপ থেকে মুক্ত করবে? হ্যাঁ, আছে, আর সেই পথ হল **আমাদের পাপ-সমস্যার সমাধানে ঈশ্বরের পথ**। আর আমাদের পাপ-সমস্যার সমাধানে ঈশ্বরের পথ হল, **পাপীর পরিবর্ত বলির সংস্থান**। পাপীর পরিবর্তে একটি নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক বলির সংস্থান, যে সেই পাপীর পরিবর্তে তার পাপের শাস্তি মৃত্যু গ্রহণ করবে। শেষ পর্যন্ত বেথেলে বেদির সামনে যাকোব যখন দাঁড়িয়েছিল, তখন তার ক্ষেত্রে, সেই পরিবর্ত ছিল একটি মেষশাবক। একটি নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক যাকোবের স্থান নিয়েছিল এবং তার পাপের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। যাকোব সেদিন নিশ্চয়ই তার পিতা ইস্হাকের কাছ থেকে শোনা সেই ঘটনার কথা স্মরণ করেছিল, যেদিন অন্য একটি পাহাড়ে ইস্হাককে প্রায় উৎসর্গ করা হয়েছিল; কিন্তু ঈশ্বর সেখানে ইস্হাকের পরিবর্তে একটি মেষশাবককে যুগিয়েছিলেন। সত্য হল, পাপের বেতন (শাস্তি) মৃত্যু; তা সাধন করতেই হবে, তাকে এড়িয়ে যাবার কোনও উপায় নেই; কারণ পাপ হল মারাত্মক বিষয়। কিন্তু আমাদের স্থান নেবার জন্য যদি কোনও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক থাকে, তাহলে আমাদেরকে সেই শাস্তি ভোগ করতে হবে না, এবং পাপী আমরা পাপ থেকে মুক্ত হব।

ঠিক একইভাবে, ঈশ্বর আমাদের জন্য একটি মেষশাবক যুগিয়েছেন। ঈশ্বরের নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক, যীশু খ্রীস্টকে আমাদের পরিবর্তে আমাদের পাপের শাস্তিস্বরূপ ক্রুশে উৎসর্গ করা হয়েছে। শিখেমের রাজপুত্রের পাপের কারণে যদিও সমস্ত প্রজা মরেছিল, কিন্তু রাজাদের রাজা তাঁর প্রজাদের পাপের কারণে নিজে মারা গেছেন। আর এর দ্বারা ঈশ্বর আমাদের পাপ-সমস্যার সমাধান চিরকালের জন্য একবারে সাধন করেছেন, যার দ্বারা পাপী আমরা রক্ষা পেয়েছি। ঈশ্বরের এই পথ এতখানি সম্পূর্ণ যে, তা পাপের সঙ্গে আপোষকারী যাকোব ও তার সন্তানদের প্রতিও প্রযোজ্য। আমরা যত বড় পাপী হই না কেন, ঈশ্বরের পথ আমার-আপনার সমস্ত পাপের মুকাবিলা করতে সক্ষম। এর দ্বারা সাধিত মুক্তির পরিধির বাইরে কেউ নেই। ঈশ্বরের মেষশাবক যীশু খ্রীস্টের আত্মবলিদানের মাধ্যমে, বেথেলের ঈশ্বর আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করতে ও তাঁর সান্নিধ্যে আমাদের গ্রহণ করতে সক্ষম। আমরা কি সেই আশীর্বাদ লাভ করেছি? ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন, আমরা যেন প্রত্যেকে সেই আশীর্বাদে অংশ নিতে পারি ও অন্যদের কাছে সেই আশীর্বাদ পৌঁছে দিতে পারি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com